Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod BANGLA

إن التحلي بالصفات الإيجابية
يؤدي إلى راحة البال

বিনয় ও সতীত্ব

শায়খপড বই

ShaykhPod Books, 2024 দ্বারা প্রকাশিত

বিনয় ও সতীত্ব

দ্বিতীয় সংস্করণ। 22 মার্চ, 2024।

ShaykhPod বই দ্বারা লিখিত.

সুচিপত্র

স্বীকৃতি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের পালনকর্তা, যিনি আমাদের এই ভলিউমটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর যার পথ মানবজাতির মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ মনোনীত করেছেন।

আমরা সমগ্র ShaykhPod পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, বিশেষ করে আমাদের ছোট তারকা, ইউসুফ, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ ShaykhPod Books এর বিকাশকে অনুপ্রাণিত করেছে।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন এবং এই বইয়ের প্রতিটি অক্ষর তাঁর দরবারে কবুল করেন এবং শেষ দিনে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং অশেষ রহমত ও শান্তি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তাঁর বরকতময় পরিবার ও সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

কম্পাইলারের নোট

আমরা এই ভলিউমটিতে সুবিচার করার জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করেছি তবে যদি কোনও শর্ট ফল পাওয়া যায় তবে তার জন্য কম্পাইলার ব্যক্তিগতভাবে এবং এককভাবে দায়ী।

আমরা এমন একটি কঠিন কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় ত্রুটি এবং ত্রুটির সম্ভাবনা গ্রহণ করি। আমরা হয়তো অজ্ঞাতসারে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের প্রশ্রয় ও ক্ষমা চাই এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাকে প্রশংসা করা হবে। আমরা আন্তরিকভাবে গঠনমূলক পরামর্শ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যা ShaykhPod.Books@gmail.com এ করা যেতে পারে ।

ভূমিকা

নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত বইটি মহৎ চরিত্রের দুটি দিক নিয়ে আলোচনা করে: বিনয় এবং সতীত্ব।

আলোচিত পাঠগুলো বাস্তবায়ন করা একজন মুসলমানকে মহৎ চরিত্র অর্জনে সাহায্য করবে। জামে আত তিরমিযী, 2003 নম্বরে প্রাপ্ত হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিসটি হবে মহৎ চরিত্র। এটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গুণাবলীর মধ্যে একটি, যা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের 4 নং আয়াত আল কালামে প্রশংসা করেছেন:

"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"

তাই মহৎ চরিত্র অর্জনের জন্য পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অর্জন ও আমল করা সকল মুসলমানের কর্তব্য।

বিনয় ও সতীত্ব

বিনয়- ১

জামে আত তিরমিযী, 2458 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহর প্রতি সত্যিকারের বিনয় দেখানোর মধ্যে রয়েছে মাথার হেফাজত করা এবং এতে যা আছে এবং পাকস্থলী রক্ষা করা। এটা ধারণ করে এবং প্রায়ই মৃত্যু মনে রাখা. তিনি এই ঘোষণা দিয়ে উপসংহারে এসেছিলেন যে যে ব্যক্তি পরকালের সন্ধান করতে চায় তাকে জড় জগতের শোভা ত্যাগ করতে হবে।

এই হাদিস প্রমাণ করে যে শালীনতা এমন একটি জিনিস যা পোশাকের বাইরেও বিস্তৃত। এটি এমন কিছু যা একজনের জীবনের প্রতিটি দিককে অন্তর্ভুক্ত করে। মাথার সুরক্ষার মধ্যে রয়েছে জিহ্বা, চোখ, কান এমনকি পাপ ও নিরর্থক জিনিস থেকে চিন্তাকে হেফাজত করা। নিরর্থক জিনিসগুলি এড়ানো গুরুত্বপূর্ণ কারণ বিচার দিবসে সেগুলি একজন ব্যক্তির জন্য অনুশোচনা হবে এবং তারা প্রায়শই পাপ করার প্রথম পদক্ষেপ। যদিও তারা যা বলে এবং যা দেখে তা অন্যের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে পারে কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে এসব লুকিয়ে রাখতে পারে না। তাই শরীরের এই অংশগুলোকে রক্ষা করা সত্যিকারের বিনয়ের লক্ষণ।

পেট হেফাজত করার অর্থ হল হারাম সম্পদ ও খাদ্য পরিহার করা। এর ফলে কারো ভালো কাজ প্রত্যাখ্যান হবে। সহীহ মুসলিমের 2342 নম্বর হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ব্যক্তির উদ্দেশ্য যেমন ইসলামের অভ্যন্তরীণ ও গোপন ভিত্তি, তেমনি ইসলামের বাহ্যিক ও বাহ্যিক ভিত্তি হল হালাল উপার্জন ও ব্যবহার।

মহান আল্লাহর কাছে বিনয়, মৃত্যুকে বারবার স্মরণ করাও অন্তর্ভুক্ত। মৃত্যুকে স্মরণ করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি একজনকে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে এবং পাপ থেকে বিরত থাকতে উত্সাহিত করে, কারণ তারা কখনই মৃত্যুর মুখোমুখি হবে তা নিশ্চিত নয়। এটি একজনকে মনে করিয়ে দেয় যে এই পৃথিবী তাদের স্থায়ী বাড়ি নয় এবং তারা অবশ্যই এটি থেকে সরে যাবে। এটি মনে রাখা একজনকে তাদের গন্তব্যের অর্থ, পরকালের জন্য প্রস্তুত করতে উত্সাহিত করবে। এই প্রস্তুতির সাথে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করা জড়িত। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি মৃত্যুর স্মরণ এড়িয়ে চলে, সে তাদের পরকালের অনিবার্য সফরের প্রস্তুতিকে অবহেলা করবে এবং ফলস্বরূপ তারা তাদের সমস্ত প্রচেষ্টাকে মনোনিবেশ করবে এবং তাদের আশীর্বাদ ও সম্পদ দুনিয়াকে উপভোগ ও সুন্দর করার জন্য ব্যবহার করবে । এই মনোভাব একজনকে মহান আল্লাহকে স্মরণ করা এবং আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করা থেকে বিরত রাখবে এবং এর ফলে উভয় জগতেই সমস্যা দেখা দেবে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"

পরিশেষে, মহান আল্লাহর প্রতি বিনয়ের মধ্যে রয়েছে এই জড় জগতের আধিক্যের চেয়ে পরকালকে প্রাধান্য দেওয়া। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এর মধ্যে রয়েছে বস্তুগত জগত থেকে গ্রহণ করা যাতে একজনের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য অপচয়, বাড়াবাড়ি বা অপ্রয়োজনীয়তা ছাড়াই, কারণ এগুলো মহান আল্লাহ অপছন্দ করেন। অধ্যায় 7 আল আরাফ, আয়াত 31:

"...এবং খাও এবং পান কর, কিন্তু অত্যধিক হবে না। প্রকৃতপক্ষে, তিনি তাদের পছন্দ করেন না যারা বাড়াবাড়ি করে।"

আখেরাতকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মধ্যেও একজনের আকাঙ্ক্ষা পূরণের পরিবর্তে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করা জড়িত। যে ব্যক্তি এরূপ আচরণ করবে সে দুনিয়া ও আখেরাতে শান্তি ও সফলতা পাবে। এই সাফল্য এবং শান্তি তাই এই জড় জগতের অপ্রয়োজনীয় দিকগুলিকে উপভোগ করার চেয়ে পরকালকে প্রাধান্য দিয়েই অর্জিত হয়। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

বিনয় - 2

যে ব্যক্তি সর্বদা মনে রাখবে যে, মহান আল্লাহ তাদের পর্যবেক্ষণ করছেন, তিনি তাঁর লজ্জা ও বিনয় অবলম্বন করবেন। মহান আল্লাহর অগণিত অনুগ্রহের কথা স্মরণ করা, যখন একজন ব্যক্তি অকৃতজ্ঞ থাকে তখনও তাকে মহান আল্লাহর বিনয়ী হতে উৎসাহিত করবে। পরিশেষে, মনে রাখবেন যে একটি দিন আসবে যখন মহান আল্লাহ তাদের জীবনের প্রতিটি ছোট বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, মহান আল্লাহ তাআলার লজ্জা অবলম্বন করতেও অনুপ্রাণিত করবেন।

যে জিনিসটি মহান আল্লাহর লজ্জাকে মজবুত করে, তা হল মহান আল্লাহর ভয়, যখনই কারো অন্তরে কোনো খারাপ ইচ্ছা প্রবেশ করে। কারণ অন্তর বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহ এই আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত আছেন। যদি কোন ব্যক্তির মধ্যে এই মনোভাব প্রতিষ্ঠিত হয় তবে মহান আল্লাহর কাছে তাদের লজ্জা শক্তিশালী হবে। উপরন্তু, মহান আল্লাহ তাদের ইচ্ছা ও কর্মের কারণে তাদের থেকে অপছন্দের দৃষ্টিতে তাদের থেকে দূরে সরে যাবেন এমন ভয়ও মহান আল্লাহর প্রতি একজন ব্যক্তির লজ্জাকে শক্তিশালী করে। কিন্তু এই শালীনতা এবং লজ্জা দুর্বল হয়ে যেতে পারে এবং কিছু ক্ষেত্রে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে যদি কেউ বর্ণিত পদ্ধতিতে নিজেকে পরীক্ষা করা এবং মহান আল্লাহর আদেশ ও নিষেধে আন্তরিকভাবে আনুগত্য পরিত্যাগ করে।

সতীত্ব- ১

সহীহ বুখারী, 6806 নম্বরে পাওয়া একটি দীর্ঘ হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সাতটি লোকের কথা উল্লেখ করেছেন যারা বিচারের দিন মহান আল্লাহ তায়ালার ছায়া দান করবেন।

এই ছায়া তাদের কেয়ামতের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করবে যার মধ্যে রয়েছে সূর্যকে সৃষ্টির দুই মাইলের মধ্যে আনার কারণে সৃষ্ট অসহনীয় তাপ। জামি আত তিরমিযী, 2421 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

এই দলগুলোর মধ্যে একজন এমন ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে যাকে ব্যভিচারের দিকে আমন্ত্রণ জানানো হয় কিন্তু মহান আল্লাহর ভয়ে তা প্রত্যাখ্যান করে। নিজের ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করা বিশেষ করে যখন মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ জানবে না তখন এটি একটি মহান কাজ। মুসলমানদের এমন পরিস্থিতি এড়াতে চেষ্টা করা উচিত যেখানে তারা পাপের জন্য আমন্ত্রিত হতে পারে প্রথমে এমন জায়গাগুলি এড়িয়ে চলার মাধ্যমে যেখানে পাপ বেশি সাধারণ, যেমন একটি নাইট ক্লাব। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ একজন ব্যক্তির পরিবেশ প্রায়ই তাদের মনোভাব এবং আচরণের উপর গভীর প্রভাব ফেলে। একজন ছাত্রের যেমন একটি ব্যস্ত এবং উচ্চস্বরে বাড়ির তুলনায় একটি শান্ত গ্রন্থাগারে পড়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে একজন মুসলিমের পাপের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে যখন তারা পাপ নিয়মিত এবং প্রকাশ্যে ঘটে এমন স্থানগুলি এড়িয়ে চলে। অন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এমন লোকদের এড়িয়ে চলা যারা প্রকাশ্যে পাপ করে এবং অন্যদেরকে তাদের দিকে দাওয়াত দেয়। একজন ব্যক্তি তাদের সঙ্গীদের বৈশিষ্ট্য ভাল বা খারাপ যাই হোক না কেন গ্রহণ করবে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4833 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

মুসলমানদের উচিত শুধুমাত্র তাদের ভালো লোকদের সঙ্গ নিশ্চিত করা নয় বরং তাদের নির্ভরশীলদের যেমন তাদের সন্তানদেরও একই কাজ করতে উৎসাহিত করা উচিত। মুসলমানরা যদি সত্যিকার অর্থে এর দিকে মনোনিবেশ করে তবে তা নাটকীয়ভাবে যুবকদের সংখ্যা হ্রাস করবে যারা গ্যাং এবং অপরাধে জড়িত। অধ্যায় 43 আয জুখরুফ, আয়াত 67:

"ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা, সেদিন পরস্পরের শত্রু হবে, ধার্মিক ছাড়া।"

সতীত্ব - 2

সহীহ বুখারী, 6474 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে তাদের মুখ ও সতীত্ব রক্ষা করে।

আলোচিত প্রধান হাদীসের দ্বিতীয় দিকটি মুসলমানদেরকে তাদের পবিত্রতা রক্ষা করার জন্য, অবৈধ সম্পর্ক এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেয়। একজন মুসলমানকে এই অর্জনের একটি উপায় দেওয়া হয়েছে, নাম বিবাহ। যদি একজন মুসলিম বিয়ে করার মতো সঠিক অবস্থানে না থাকে, যেমন আর্থিকভাবে, তাহলে তাদের প্রায়ই রোজা রাখা উচিত কারণ এটি শারীরিক আকাঙ্ক্ষা হ্রাস করে। সহীহ বুখারী, 1905 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে, যেহেতু এই দুটি দিক একত্রিত হয়ে জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়, তাই যে কারণে আল মুজাম আল আওসাত, 992 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে বিয়ে করাকে একজনের বিশ্বাসের অর্ধেক পূর্ণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সতীত্ব - ৩

আল ফুরকান 25 অধ্যায়ের সাথে সংযুক্ত , আয়াত 68:

"...এবং বেআইনি যৌন মিলন করবেন না। আর যে এটা করবে তাকে শাস্তি দিতে হবে।"

মহান আল্লাহর প্রকৃত বান্দারা সকল প্রকার অবৈধ সম্পর্ক পরিহার করে। এই আয়াতে যে ব্যভিচারকে শিরকের পাশে স্থান দেওয়া হয়েছে এবং একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে তা এর তীব্রতা নির্দেশ করে।

অবৈধ সম্পর্কের প্রলোভন এড়াতে মুসলমানদের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। প্রথমত, তাদের দৃষ্টি নত করতে শেখা উচিত। এর অর্থ এই নয় যে একজনকে সর্বদা তাদের জুতার দিকে তাকাতে হবে তবে এর অর্থ হল তাদের চারপাশে অপ্রয়োজনীয় বিশেষ করে সর্বজনীন স্থানে তাকানো এড়ানো উচিত। তাদের উচিত অন্যের দিকে তাকানো এড়ানো এবং বিপরীত লিঙ্গের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রাখা। একজন মুসলিম যেমন পছন্দ করে না যে কেউ তার বোন বা কন্যার দিকে তাকায়, সে অন্য লোকের বোন এবং কন্যাদের দিকে তাকাবে না। অধ্যায় 24 আন নূর, আয়াত 30:

"মুমিন পুরুষদের বলুন যেন তারা তাদের দৃষ্টিশক্তি কমিয়ে দেয় এবং তাদের গোপনাঙ্গের হেফাজত করে। এটা তাদের জন্য অধিকতর পবিত্র..."

যখনই সম্ভব একজন মুসলমানের বিপরীত লিঙ্গের সাথে একা সময় কাটানো এড়িয়ে চলা উচিত যদি না তারা এমনভাবে সম্পর্কিত হয় যা বিবাহ নিষিদ্ধ করে। সহীহ বুখারী, 1862 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই পরামর্শ দিয়েছেন।

মুসলমানদের পোশাক পরিধান করা এবং শালীন আচরণ করা উচিত। শালীনভাবে পোশাক পরা অপরিচিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এড়ায় এবং বিনয়ী আচরণ করা একজনকে প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে বিরত রাখে যা একটি অবৈধ সম্পর্কের দিকে নিয়ে যেতে পারে যেমন বিপরীত লিঙ্গের সাথে অপ্রয়োজনীয়ভাবে কথা বলা।

অবৈধ সম্পর্ক এড়ানোর আশীর্বাদ বোঝা তাদের থেকে নিজেকে রক্ষা করার আরেকটি উপায়। যেমন, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জিহ্বা ও সতীত্ব রক্ষাকারীকে জান্নাতের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। জামি আত তিরমিযী, 2408 নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

অবৈধ সম্পর্কে জড়িত থাকার শাস্তির ভয়ে একজন মুসলিমকেও তাদের এড়াতে সাহায্য করবে। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি ব্যভিচার করছে তার থেকে ঈমান চলে যাবে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4690 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

বাস্তবে, একজন মুসলিমের অবৈধ সম্পর্কের প্রয়োজন নেই যেহেতু ইসলাম বিবাহের নির্দেশ দিয়েছে। যারা বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে না তাদের প্রায়ই রোজা রাখা উচিত কারণ এটি একজনের ইচ্ছা এবং কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। সহীহ মুসলিমের ৩৩৯৮ নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

সতীত্ব - 4

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। মহান আল্লাহ বিবাহকে উৎসাহিত করেন এবং অবৈধ সম্পর্ক নিষিদ্ধ করেন। একজন দম্পতি যখন একজন বিবাহিত দম্পতির মতো একে অপরের প্রতি সত্যিকারের নিবেদিত নয়, তখন তারা যে কোন বাস্তব সমস্যার মুখোমুখি হয় তা দম্পতির জন্য আরও মানসিক চাপের দিকে নিয়ে যায়, কারণ তারা একে অপরকে সঠিকভাবে সমর্থন করতে ব্যর্থ হয়। একজনের জীবনে একাধিক সম্পর্কের মধ্যে আসা এবং বের হওয়া নিঃসন্দেহে তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। এটা কোন আশ্চর্যের বিষয় নয় যে যারা তাদের বয়ফ্রেন্ড/গার্লফ্রেন্ড থেকে আলাদা হয়ে যায় তারা প্রায়ই কাউন্সেলিং শেষ করে। যারা এই সম্পর্কগুলিকে এড়িয়ে চলে তাদের চেয়ে তারা বিষণ্নতার মতো মানসিক ব্যাধিতে ভুগছে। নৈমিত্তিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, দম্পতি প্রায়শই একই তরঙ্গদৈর্ঘ্যে থাকে না। অর্থ, দুজনের মধ্যে একজন সবসময় সম্পর্কটিকে আরও গুরুত্ব সহকারে নেয়, যেমন তাদের প্রেমিক/প্রেমিকার সাথে থিতু হওয়ার ইচ্ছা, যেখানে অন্যজন একই রকম অনুভব করে না। যখন মনোভাবের এই পার্থক্যটি অবশেষে পৃষ্ঠে ফুটে ওঠে তখন এটি প্রায়শই দীর্ঘস্থায়ী মানসিক আঘাতের দিকে নিয়ে যায় যিনি সম্পর্কটিকে আরও গুরুত্ব সহকারে নিয়েছেন। যেখানে, প্রথম ধাপ থেকে একজন বিবাহিত দম্পতি একে অপরের প্রতি তাদের দীর্ঘমেয়াদী প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্রে একই তরঙ্গদৈর্ঘ্যে থাকে। একটি বিবাহিত দম্পতি প্রতিটি পরিস্থিতিতে একে অপরের প্রতি নিবেদিত থাকে, তারা পরিকল্পিত বা অপরিকল্পিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হোক না কেন, যেমন সন্তান ধারণ করা। এই মনোভাব সাধারণ দম্পতিদের মধ্যে খুব কমই পাওয়া যায়। অন্যের সাথে সম্পর্ক থাকা একজন ব্যক্তিকে বোকা বানিয়ে বিশ্বাস করে যে তারা তাদের সঙ্গীকে পুরোপুরি জানে এবং তাই যদি তারা বিয়ে করে তবে তারা প্রায়শই বিয়ের পরে তাদের জীবনসঙ্গী পরিবর্তনের বিষয়ে অভিযোগ করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, তারা পরিবর্তন হয়নি। যে জিনিসগুলি পরিবর্তিত হয়েছিল তা ছিল তাদের সম্পর্কের দায়িত্ব এবং চাপ। এই সমস্যাটি প্রায়শই সেই দম্পতিদের

জন্য বিবাহের সমস্যার দিকে নিয়ে যায় যারা তাদের বিয়ের আগে সম্পর্কে ছিল। এমনকি বিয়ের আগে একসঙ্গে বসবাস করলেও একই সমস্যা দেখা দেবে। উপরন্তু, এটি কোন গোপন বিষয় নয় যে যখনই কেউ তাদের প্রেমিক/বান্ধবীর সাথে সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন এটি তাদের জীবনের প্রতিটি দিককে কতটা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করে। উদাহরণ স্বরূপ, অনেক যুবক কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দেয় কারণ তারা প্রতিদিন তাদের প্রাক্তন সঙ্গীর সাথে দেখা করতে পারে না। যেহেতু বিবাহ হল দুই ব্যক্তির মধ্যে একটি গভীর সংযোগ এবং প্রতিশ্রুতি, তাই সাধারণ দম্পতিদের ব্রেকআপ ওভার একই ক্ষুদ্র বিষয়গুলির জন্য তাদের ব্রেকআপ হওয়ার সম্ভাবনা কম।

উপরন্তু, সম্পর্ক থেকে অনিচ্ছাকৃতভাবে জন্মগ্রহণকারী যে কোনো শিশু তাদের সম্পর্কের উপর আরও চাপ সৃষ্টি করবে, যার ফলে প্রায়ই তাদের বিচ্ছেদ ঘটে, কারণ তারা সন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব ভাগ করে নিতে চায় না। এটি সন্তানের বেড়ে ওঠার জন্য একটি ভাঙা ঘর তৈরি করে যেখানে তাদের উভয় পিতামাতার সমর্থন এবং তত্ত্বাবধান থাকে না, যা প্রায়শই প্রত্যেকের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করে। এটা একটা স্পষ্ট সত্য যে, অপরাধ ও গ্যাংয়ের সাথে জড়িত অধিকাংশ যুবক এবং যারা যৌন শিকারী দ্বারা লালিত-পালিত হয়, তারা ভাঙ্গা পরিবার থেকে আসে। একজন শিশুকে সঠিকভাবে লালন-পালন করা যখন একজনের সন্তানের ইচ্ছা হয় তখন অত্যন্ত কঠিন, তাহলে একজন শিশুকে সঠিকভাবে লালন-পালনের মানসিক চাপের কথা কি কল্পনা করতে পারেন যখন পিতামাতা প্রথমে সন্তানকে পেতে চাননি? এটি শিশুর লালন-পালনের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং প্রায়শই আগে উল্লেখিত সমস্যার দিকে নিয়ে যায়। এই চাপ প্রায়ই একক অভিভাবক সন্তানকে লালন-পালন বা দত্তক নেওয়ার জন্য ছেড়ে দেয়, যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শিশুর উপর ক্ষতিকর নেতিবাচক এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলে, যার মধ্যে কিছু আগে উল্লেখ করা হয়েছিল। এতে শিশুর বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনা আরও বেড়ে যায়।

আল্লাহ, মহান, এই অসংখ্য শাখা সমস্যা দূর করেছেন মূল সমস্যাটির অর্থ, অবৈধ সম্পর্ক নিষিদ্ধ করে এবং বিয়েকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে, যার মাধ্যমে একটি দম্পতি আন্তরিকভাবে একে অপরের এবং তাদের সন্তানদের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে।

পবিত্র কুরআনে বিয়ে, তালাক ও সন্তানের ধারণার প্রতি সুরাহা করে মহান আল্লাহ তায়ালা একটি সফল সমাজের চাবিকাঠি দিয়েছেন। পরিবারের সদস্যরা, একসঙ্গে হোক বা বিবাহবিচ্ছেদ হোক না কেন, একে অপরের অধিকার পূরণ করে এবং শিশুদের জন্য একটি স্থিতিশীল ও সুখী ঘর তৈরি করলে তা সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। একইভাবে, যখন একটি পরিবার অসুখী হয় এবং একে অপরের অধিকার পূরণে ব্যর্থ হয় তখন এটি সমাজে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে।

অনেক চিন্তাবিদ এসেছেন এবং চলে গেছেন যারা মানুষ এবং সমাজের সমস্যাগুলির সমাধান করেছেন কিন্তু এই সমাধানগুলি লক্ষ্যবস্তু শাখার সমস্যা হিসাবে এই সমাধানগুলির সুবিধা ন্যূনতম। অথচ, মহান আল্লাহ এই পদ্ধতির মাধ্যমে মূল সমস্যাগুলি সমাধানের মাধ্যমে, যা ব্যক্তি ও সমাজকে প্রভাবিত করে, সমস্ত বিষয় স্পষ্ট করে দিয়েছেন যাতে মানুষ উভয় জগতেই সফলতা অর্জন করতে পারে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 89:

"...আর আমরা তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি সব কিছুর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং হেদায়েত ও রহমত স্বরূপ..."

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহর জন্য এবং শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক তাঁর শেষ রাসূল, মুহাম্মদ, তাঁর সম্ভ্রান্ত পরিবার ও সাহাবীদের উপর।

ভাল চরিত্রের উপর 400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক

400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক: https://shaykhpod.com/books/
ইবুক/ অডিওবুকগুলির জন্য ব্যাকআপ সাইট :
https://archive.org/details/@shaykhpod

শায়খপড ইবুকগুলির সরাসরি পিডিএফ লিঙ্ক:
https://spebooks1.files.wordpress.com/2024/05/shaykhpod-books-direct-pdf-links-v2.pdf

https://archive.org/download/shaykh-pod-books-direct-pdf-links/ShaykhPod%20Books%20Direct%20PDF%20Links%20V2.pdf

অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া

অডিওবুক : https://shaykhpod.com/books/#audio
দৈনিক ব্লগ: https://shaykhpod.com/blogs/
ছবি: https://shaykhpod.com/pics/
সাধারণ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/general-podcasts/
PodWoman: https://shaykhpod.com/podwoman/
PodKid: https://shaykhpod.com/podkid /
উর্দু পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts/
লাইভ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/live/

দৈনিক ব্লগ, ইবুক, ছবি এবং পডকাস্টের জন্য বেনামে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল অনুসরণ করুন:
https://whatsapp.com/channel/0029VaDDhdwJ93wYa8dgJY1t

ইমেলের মাধ্যমে দৈনিক ব্লগ এবং আপডেট পেতে সদস্যতা নিন:
http://shaykhpod.com/subscribe